রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের

যোগাযোগ

নিবিড় পাঠের আলোকে

স্বপন কুমার আশ

RABINDRANATHER 'JOGAJOG' : NIBIR PATHER ALOKE
by *Prof. SWAPAN KUMAR ASH*

A Collection of essays on Rabindranath Tagore's novel—JOGAJOG
Edited by Swapan Kumar Ash

Published by *Debarati Mallik*
Diya Publication, 44/1A Beniatola Lane, Kolkata-700 009
Phone : 9836733383/9836733393
e-mail : diyapublication@gmail.com
Website : www.diyapublication.com
facebook : Diya Publication

ISBN : 978-93-87003-19-4

গ্রন্থ স্বত্ব সম্পাদক
(মূল উপন্যাস ব্যতীত)

প্রকাশক এবং স্বত্বাধিকারিণীর অনুমতি ব্যতীত এই গ্রন্থের (মূল উপন্যাস ব্যতীত) কোনো অংশেরই কোনও রূপ পুনরুৎপাদন বা প্রতিলিপি করা যাবে না। শর্ত লঙ্ঘিত হলে আইনি ব্যবস্থা গ্রহণ করা হবে।

প্রথম প্রকাশ : ২৫ বৈশাখ ১৪২৬

এই গ্রন্থে মুদ্রিত প্রবন্ধগুলিতে প্রকাশিত তথ্য ও মতামতের দায় সম্পূর্ণভাবে সংশ্লিষ্ট প্রাবন্ধিকদের।

মূল্য ২২০.০০

বিষয়সূচি

সমরেশ মজুমদার
রবীন্দ্রনাথের উপন্যাস : গোধূলি পর্ব ১

মঞ্জুশ্রী মুখোপাধ্যায়
'যোগাযোগ' উপন্যাস ও রবীন্দ্রনাথের নারীভাবনা ১৫

অমৃতা ভট্টাচার্য
'যোগাযোগ' উপন্যাসে বিবাহ প্রসঙ্গ ২৬

অপূর্বকুমার সাহা
'...দেউলে-হওয়া বর্তমানের সাবেক কালের চেক' ৩৩

সমরেশ মজুমদার
'যোগাযোগ' উপন্যাসের প্রাণকেন্দ্রে সঙ্গীতের সৌষম্য ৩৯

স্নিগ্ধদীপ চক্রবর্তী
'যোগাযোগ' উপন্যাসে গানের ব্যবহার ৪৯

বিদিশা সিন্‌হা
'যোগাযোগ' : নামকরণের অভিমুখ ৫৮

শম্পা ভট্টাচার্য
'যোগাযোগ' উপন্যাসের দুই নারী—মোতির মা ও শ্যামাসুন্দরী ৬২

জয় দাস
সম্পর্কের নতুন বয়ান : যোগাযোগ উপন্যাসে নারী মনস্তত্ত্ব ৬৯

সঞ্জয় তরফদার
কুমুদিনী ৮০

স্বপনকুমার আশ
মধুসূদন ৮৪

অনিকেত মহাপাত্র
গঠনশৈলীর নিরিখে 'যোগাযোগ' ৯৩

অপূর্বকুমার সাহা
নবীন : পাষাণের ফাঁকে ফোটা ফুল ১০০

সঞ্জয় তরফদার ও স্বপনকুমার আশ
'যোগাযোগ' উপন্যাসের পরিসমাপ্তি আকস্মিক ও অসম্পূর্ণ : ১০৯
একটি বিশ্লেষণধর্মী প্রতিবেদন

কৃষ্ণগোপাল রায়
'যোগাযোগ' ভাষার যোগাযোগ ১১৪

দীপঙ্কর মল্লিক
বিপ্রদাস ১২৮

শ্যামাচরণ মণ্ডল
'যোগাযোগ' উপন্যাসের সমাপ্তি অংশের আকস্মিকতা ১৩৫

দেবারতি মল্লিক
অপ্রধান চরিত্র ১৪০

মূল উপন্যাস
যোগাযোগ ১৪৫

নবীন : পাষাণের ফাঁকে ফোটা ফুল

অপূর্বকুমার সাহা

'যোগাযোগ' উপন্যাসের মূল পুরুষ চরিত্র মধুসূদন এবং বিপ্রদাস। তাদের রুচি, দ্বন্দ্ব ও সংঘ মূল কাহিনিকে বিকাশ ও পরিণতি দান করেছে। মাঝপর্বে নবীন এসেছে নিতান্তই পার্শ্ব চরি হিসেবে। কিন্তু কাহিনির অগ্রসরণে তার কিছু ভূমিকা অবশ্য আছে। নবীন ঘোষাল চরিত্র পূর্ণ আলোচনার পূর্বে আমরা দুটি জিজ্ঞাসার উত্থাপন ও নিরসনের প্রয়াস পাব। প্রথমত, না সম্পর্কে সতর্ক রবীন্দ্রনাথ যে চরিত্রটির নামকরণ করলেন 'নবীন' তাতে কি কোনো বি উদ্দেশ্য ছিল? উপন্যাস পাঠান্তে এ বিষয়ে আমাদের কোনো সংশয় অবশ্য থাকে না। ঘোষা পরিবারের সামান্য যে ইতিহাস এখানে বর্ণিত হয়েছে তাতে নবীন ঘোষাল প্রকৃতঅর্থে নবীন—নব্য, আধুনিক। তার কথাবার্তার ধরন, নারীজাতির প্রতি শ্রদ্ধাবোধ, শিক্ষা, উপস্থি বুদ্ধি ও মনোভাব নিয়ে সে অনেকটাই পারিবারিক চালচিত্রের বাইরের এক আদল। সেই অর্থে তার নামটি বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ।

দ্বিতীয়ত, নিস্তারিণীর নাম ঘরোয়া সম্বোধনে হয়েছে মোতির মা। কেন সে নবীনের স্ত্রী হিসেবে পরিচিতি পেল না। মোতি হওয়ার পূর্বেই বা সে কী নামে সম্বোধিত হতো! আমাদের মনে হয় নবীনের স্ত্রী নামের মধ্যে যে পুরুষ কর্তৃত্ব থাকে, তাকে অস্বীকার করার জন্যই হয়তো এই সম্বোধনের নির্মাণ। সেই কারণেই উপন্যাসে বহুবার নবীনের বুদ্ধির পরিবর্তে স্ত্রী-র বুদ্ধি প্রায়োগিক রূপকে মেনে নেওয়া হয়েছে।

এতো গেল প্রাথমিক কিছু কথা। এই আলোচনায় আমরা নবীনকে দেখে নেব দুটি দৃষ্টিকোণ থেকে। এক. উপন্যাসে তার ভূমিকা; অর্থাৎ কাহিনির মূল ভাবনাকে পরিণতি দিতে নবীন কতটা জরুরি ভূমিকা পালন করেছে। দুই. ব্যক্তি নবীনের চারিত্রিক কিছু দিক, যা স্বল্প পরিসরেও তাকে সজীব করে তুলেছে। অবশ্য তারও আগে আমরা সেরে নেব নবীনের প্রাথমিক পরিচয় পর্ব।

ঘোষাল পরিবারের উত্তরাধিকারী নবীন। তার পিতা আনন্দ ঘোষাল। মূল নিবাস রজবপুর। আড়তদারের মুহুরিগিরিই তাদের পৈতৃক ব্যবসা। বর্তমানে সে দাদা মধুসূদন ঘোষালের কলকাতার বাড়িতে বসত করে। একমাত্র সন্তান শ্রী মোতিলাল ঘোষাল। স্ত্রী নিস্তারিণী, যাকে সবাই মোতির মা বলেই চেনে, পারিবারিক সূত্রে সে মেজো বউ। মধুসূদনের বেড়ে ওঠা সম্পর্কে উপন্যাসিক যত কথা খরচ করেছেন, নবীনসহ অন্য তিন ভাই সম্পর্কে তিনি অনেক পরিমিতিবোধেরই পরিচয় দিয়েছেন। উপন্যাসে যে সামান্য পরিচয়লিপি পাই, তা এইরকম— "অন্য তিনটে ছেলের ভাগ্যসীমারেখা গোমস্তাগিরি পর্যন্তই পিলপে-গাড়ি হয়ে রইল। তারা কেউ-বা আড়তদারের, কেউ-বা তালুকদারের দফতরে কানে কলম গুঁজে শিক্ষানবিশিতে বসে